সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ

শিল্পকলা চর্চা একটি সৃজনশীল ধারা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের হাজার বছরের শিল্পকলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলছে। সুদীর্ঘকালের চর্চায় বাংলাদেশের শিল্পকলা আজ বৈচিত্র্যময়তার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। জাদুঘরের চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের মধ্যে সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ অন্যতম। সমকালীন ও বিশ্বসভ্যতার চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, কারুশিল্প, ট্যাপেস্ট্রিসহ অন্যান্য অমূল্য শিল্পকর্ম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, গবেষণা ও বিশেষ প্রদর্শনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং ক্যাটালগ ও ফোল্ডার মুদ্রণ এ বিভাগের প্রধান কাজ।

গুণী শিল্পী এবং ভাস্করদের নান্দনিক ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘরানার শৈল্পিক অভিব্যক্তি দ্বারা বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলা সমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, সফিউদ্দিন আহমেদ, হামিদুর রহমান, ভাস্কর নভেরা আহমেদ, রশিদ চৌধুরী, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আনোয়ারুল হক, মুর্তজা বশির, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আব্দুর রউফ, কাইয়ুম চৌধুরী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, নিতুন কুন্ডু, কালিদাস কর্মকার, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, অলকেশ ঘোষসহ প্রবীণ ও নবীন মোট ৩৩০জন শিল্পীর শিল্পকর্ম এ বিভাগের সংগ্রহে রয়েছে। মোট সংগ্রহের মধ্যে জুন ২০২০ পর্যন্ত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৮০৭টি, কামরুল হাসানের ১,৮৪৫টি, এস এম সুলতানের ৩৪টি, নভেরা আহমেদের ৪৭টি, মুর্তজা বশিরের ০৬টি, কাইয়ুম চৌধুরীর ০৬টি, হামিদুর রহমানের ০৮টি শিল্পকর্ম এ বিভাগের সংগ্রহে আছে। শিল্পী কাজী আব্দুর রউফ-এর ১৯৬০ সালে আঁকা ‘পুথিপাঁঠ’ শিরোনামের শিল্পকর্মটি এ বিভাগের প্রথম সংগ্রহ, যার সংগ্রহ নম্বর-০১.০৩.১০১.০০০০.০২৫৪১। সমকালীন দেশীয় শিল্পকর্মের পাশাপাশি জগৎ বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মূল্যবান চিত্রকর্মের অনুকৃতিসহ পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পকর্মের মূল নিদর্শন ও অনুকৃতি এ বিভাগ সংগ্রহ ও প্রদর্শন করে। ইতোমধ্যে নেপাল, ভুটান, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মিশর, কেনিয়া, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল নিদর্শন এবং উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের অনুকৃতি সংগ্রহ ও গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়েছে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত এ বিভাগের সংগৃহীত মোট নিদর্শনের সংখ্যা ৫,১৭৭টি। ০৯ টি গ্যালারির মধ্যে ০৮টি গ্যালারিতে বিভাগের ৮৩০টি নিবন্ধিত নিদর্শন উপস্থাপন এবং বাকি নিদর্শন বিভাগের দুটি স্টোরে রয়েছে। ২৬ নম্বর গ্যালারিটি দর্শকদের বিশ্রামাগার। এখানে দর্শকদের বসার আসবাবপত্র, পত্রিকা, দেশের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনী, তাঁদের রচিত বই ও সাময়িকী, ওয়াইফাই সুবিধা, ব্রাউজিং-এর জন্য ল্যাপটপ, মোবাইল চার্জার, ওজন মাপা ও পানি পানের ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। বিভাগের ৩৪ নম্বর ‘সমকালীন শিল্পকলা-১’, ৩৫ নম্বর ‘শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন’, ৩৬ নম্বর ‘সমকালীন শিল্পকলা-২’, ৪১ নম্বর ‘বিশ্বসভ্যতা’, ৪২ নম্বর ‘বিশ্ব শিল্পকলা’, ৪৩ নম্বর ‘মানব সভ্যতার ইতিহাস’, ৪৪ নম্বর ‘বিশ্বসভ্যতা’ গ্যালারিতে ০৪ টি দেশের নিদর্শন নিয়ে ০৪ টি কর্নার যেমন- কোরিয়ান কর্নার, ইরানী কর্নার, সুইজারল্যান্ড কর্নার ও চাইনিজ কর্নার এবং ৪৫ নম্বর ‘প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা’ গ্যালারি রয়েছে।

জাদুঘর দেশকে জানার ও জ্ঞানার্জনের উৎসমুখ। সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বসাধারণের সাথে শিল্পকলার সেতু-বন্ধ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে।

সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ

শিল্পকলা একটি সৃজনশীল ধারা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের হাজার বছরের শিল্পকলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলছে। সুদীর্ঘকালের চর্চায় বাংলাদেশের শিল্পকলা আজ বৈচিত্র্যময়তার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। জাদুঘরের চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের মধ্যে সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ অন্যতম। সমকালীন ও বিশ্বসভ্যতার চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, কারুশিল্প, ট্যাপেস্ট্রিসহ অন্যান্য অমূল্য শিল্পকর্ম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, গবেষণা ও বিশেষ প্রদর্শনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং ক্যাটালগ ও ফোল্ডার মুদ্রণ এ বিভাগের প্রধান কাজ।

গুণী শিল্পী এবং ভাস্করদের নান্দনিক ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘরানার শৈল্পিক অভিব্যক্তি দ্বারা বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলা সমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, সফিউদ্দিন আহমেদ, হামিদুর রহমান, কাইয়ুম চৌধুরী, নভেরা আহমেদ, মুর্তজা বশির, রশিদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আনোয়ারুল হক, কাজী আব্দুর রউফ, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, নিতুন কুন্ডু, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, কালিদাস কর্মকারসহ প্রবীন ও নবীন মোট ৩৩০জন শিল্পীর শিল্পকর্ম এ বিভাগের সংগ্রহে রয়েছে। মোট সংগ্রহের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৮০৭টি, কামরুল হাসানের ১,৮৪৫টি, এস এম সুলতানের ৩৪টি, নভেরা আহমেদের ৪৭টি, মুর্তজা বশিরের ০৬টি, কাইয়ুম চৌধুরীর ০৬টি, হামিদুর রহমানের ০৮টি শিল্পকর্ম এ বিভাগের সংগ্রহে আছে। শিল্পী কাজী আব্দুর রউফ-এর আঁকা ‘পুথিপাঁঠ’ শিরোনামের শিল্পকর্মটি এ বিভাগের প্রথম সংগ্রহ, যার সংগ্রহ নম্বর-স-২৫৪১। সমকালীন দেশীয় শিল্পকর্মের পাশাপাশি জগৎ বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মূল্যবান চিত্রকর্মের অনুকৃতিসহ পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পকর্মের মূল নিদর্শন ও অনুকৃতি এ বিভাগ সংগ্রহ ও প্রদর্শন করে। ইতোমধ্যে নেপাল, ভুটান, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মিশর, কেনিয়া, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল নিদর্শন এবং উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের অনুকৃতি সংগ্রহ ও গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়েছে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত এ বিভাগের সংগ্রহীত মোট নিদর্শনের সংখ্যা ৫,১৭৭টি। বিভাগের ০৯ টি গ্যালারির মধ্যে ০৮টি গ্যালারিতে ৮৩০টি নিবন্ধিত নিদর্শন উপস্থাপন এবং বাকী নিদর্শন বিভাগের দুটি স্টোরে রয়েছ। ২৬ নম্বর ‘বিশ্রাম কক্ষ’ গ্যালারিটি দর্শকদের বিশ্রামাগার। এখানে দর্শকদের বসার উপকরণ, পড়ার জন্য পত্রিকা, দেশের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনী, তাঁদের রচিত বই ও সাময়িকী, ওয়াইফাই সুবিধা, ব্রাউজিং-এর জন্য ল্যাপটপ, মোবাইল চার্জার, ওজন মাপা ও পানি পানের ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। বিভাগের ৩৪ নম্বর ‘সমকালীন শিল্পকলা-১’ গ্যালারিতে ৩৬টি, ৩৫ নম্বর ‘শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন’ গ্যালরিতে ৪৭টি, ৩৬ নম্বর ‘সমকালীন শিল্পকলা-২’ গ্যালারিতে ১৩৪টি, ৪১ নম্বর ‘বিশ্বসভ্যতা’ গ্যালারিতে ২২১টি, ৪২ নম্বর ‘বিশ্ব শিল্পকলা’ গ্যালারিতে ২৪টি ও ৬০টি শিল্পকর্মের অনুকৃতি, ৪৩ নম্বর ‘মানব সভ্যতার ইতিহাস’ গ্যালারিতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের টাইমলাইন, ৪৪ নম্বর ‘বিশ্বসভ্যতা’ গ্যালারিতে ০৪ টি দেশের নিদর্শন নিয়ে ০৪ টি কর্নার যেমন- চাইনিজ কর্নারে ৮৩টি, কোরিয়ান কর্নারে ৪৩টি, ইরানী কর্নারে ১০০টি, সুইজারল্যান্ড কর্নারে ১৪২টি এবং ৪৫ নম্বর ‘প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা’ গ্যালারিতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের টাইমলাইন এবং অন্য কিউরেটরিয়াল বিভাগের বিভিন্ন শাসন আমলের মুদ্রা, ভাস্কর্য ও মৃৎপাত্রসহ মোট ৬৯টি নিবন্ধিত নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। জাদুঘর দেশকে জানার ও জ্ঞানার্জনের উৎসমুখ। সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বসাধারনের সাথে শিল্পকলার সেতু-বন্ধ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে।